qu’est ce que le cinéma?

andré Bazin

What is Cinema? Volume 1

Translated by Huge Gray

কাকে বলে সিনেমা? প্রথম খণ্ড

অনুবাদ: মাহমুদুল হোসেন

boobook

হোয়াট ইজ সিনেমা?

আন্দ্রে বাজাঁ

কাকে বলে সিনেমা?

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ: মাহমুদুল হোসেন

boobook

নোকতা

উৎসর্গ

আলমগীর কবির

সব ত্রুটির পরও এই অনুবাদ তাকে আনন্দিত করত

boobook

boobook

সূচীপত্র

- ০৯ বাংলা অনুবাদের ভূমিকা
- ১৭ ভূমিকা: জ্যাঁ রেনোয়া
- ২১ ২০০৪ সংস্করণের ভূমিকা: ডাডলি অ্যান্ড্রিউ
- ৪৩ সূচনা: হিউ গ্র্যা
- ৫২ আলোকচিত্রিক ইমেজের পরাতত্ত্ব
- ৬৪ পূর্ণাঙ্গ সিনেমার পৌরাণিক কথা
- ৭৪ সিনেমার ভাষার বিবর্তন
- ১০০ মন্তাজের গুণাগুণ ও সীমাবদ্ধতাগুলি

boobook

- ১১৮ মিশ্র সিনেমার সমর্থনে
- ১৪৬ মঞ্চ-নাটক ও সিনেমা (প্রথম অংশ)
- ১৭০ মঞ্চ-নাটক ও সিনেমা (দ্বিতীয় অংশ)
- ২০৬ Le Journal d'un Curé de Campagne এবং রোব্যের ব্রেসোঁর শৈলীসমূহ
- ২৩২ চার্লি চ্যাপলিন
- ২৪৮ সিনেমা এবং অনুসন্ধান
- ২৬২ চিত্রকলা এবং সিনেমা
- ২৭৩ সূত্রসমূহ এবং (ইংরেজি) অনুবাদকের টীকা

boobook

অনুবাদকের পরিচিতি

boobook

মাহমুদুল হোসেন

জন্ম ১১ই নবেম্বর, ১৯৬০।

চলচ্চিত্রসংসদ কর্মী। ইমেজ-শিল্প নিয়ে লেখালিখি করেন। পেশায় সফটওয়্যার শিল্পে যুক্ত।

তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:

মানুষ মানুষ খেলা (বিজ্ঞান কল্পকাহিনি); দৃশ্যরূপ (ইমেজ-শিল্পবিষয়ক সংকলন, দুই খণ্ড, সম্পাদক); দেখা (ইমেজ-শিল্পবিষয়ক সংকলন, এক খণ্ড, সম্পাদক); সিনেমা (চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন); অন ফটোগ্রাফি (অনুবাদ); ক্যামেরা লুসিডা: রিফ্লেকশনস অন ফোটোগ্রাফি (অনুবাদ); চলচ্চিত্রের রূপ-অরূপ (চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন); প্রামাণ্যচিত্রকথা (প্রামাণ্যচিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন)

বাংলা অনুবাদের ভূমিকা

এই অনুবাদ-গ্রন্থটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাই ভূমিকা লেখার আসল উদ্দেশ্য। কারণ, দেখতে পাচ্ছি, এ নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ কিছু কম নয়। আন্দ্রে বাজাঁ [André Bazin] জীবনের শেষ বছরটিতে তার সব লেখা থেকে বেছে পঁয়ষট্টিটি লেখা নিয়ে একটি চারখণ্ডের রচনাসংগ্রহ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন—এর নাম দিয়েছিলেন *Qu'est ce que le cinéma?* বাজাঁর মৃত্যুর পর রচনাসংগ্রহটি সেভাবেই বেরিয়েছিল। ইংরেজি অনুবাদকেরা (আমরা দেখব যে তারা অন্তত দুজন) এই নামটির অনুবাদ করেছেন *What is Cinema?*। বাংলা অনুবাদে "*সিনেমা কী?*" এবং "*কাকে বলে সিনেমা?*" এই দুটি নামের কথা ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত *কাকে বলে সিনেমা?* নামটিরই জিত হলো; মনে হলো এটিই সুপ্রযুক্ত আর বাজাঁর যে বাক-রীতি তার সাথে এ নামটিই যেন যাচ্ছে ভালো। অন্তত দুজন চলচ্চিত্রজন এর পক্ষেই মত দিয়েছেন। কিন্তু বিভ্রান্তি তো নাম নিয়ে নয়!

বাজাঁর রচনাসংগ্রহটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। এর যে চারটি খণ্ড তাদের বিষয় ভাগ করা হয়েছিল এভাবে; প্রথম খণ্ড: পরাতত্ত্ব এবং ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড: সিনেমা এবং অন্যান্য শিল্পসমূহ, তৃতীয় খণ্ড: সিনেমা এবং সমাজতত্ত্ব, চতুর্থ খণ্ড: বাস্তবতার এক নন্দনতত্ত্ব: নিওরিয়ালিজম। ইংরেজিতে ১৯৬৭ সালে যখন এই কাজের একটি অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন ফরাসি প্রথম দুটি খণ্ড থেকে মোট দশটি লেখা বেছে নেওয়া হয়। ১৯৭১-এ ফরাসি শেষ দুটি খণ্ড থেকে আরো ষোলটি লেখা বেছে নিয়ে প্রকাশ করা হয় ইংরেজি অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড। দুটি খণ্ডেরই অনুবাদক হিউ গ্র্যা [Huge Gray]। প্রকাশক ইউনিভার্সিটি অব

ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস। আমার এই অনুবাদটি ইংরেজি প্রথম খণ্ডের অনুবাদ। অর্থাৎ, ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ! ২০০৫ সালে ইংরেজি অনুবাদের প্রথম খণ্ডের যে সংস্করণটি বের হয়েছিল আমরা সেটিকে অনুসরণ করেছি।

২০০৯ সালে টিমোথি বার্নার্ড [Timothy Bernard] একই নামে (*What is Cinema?*) আরেকটি ইংরেজি অনুবাদ-সংগ্রহ উপস্থিত করেন। এই সংগ্রহে তিনি মূল ফরাসি সংগ্রহ থেকে তেরোটি লেখা বেছে নেন। এতে তিনটি এমন লেখা আছে যেগুলি হিউ গ্র্যা-র অনূদিত প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে নেই। আবার গ্র্যা-র অনুবাদের সকল লেখাও বার্নার্ড-এর কাজে নেই। বার্নার্ড-এর অনুবাদটি কানাডা থেকে কাবুজ [Caboose] নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। এটি কানাডার বাইরে কিনতে পাওয়া যায় না, অন লাইনেও কেনা বা পড়ার জন্যে এখন পর্যন্ত প্রাপ্য নয়। কিন্তু এই কাজটি সম্পর্কে চলচ্চিত্রের ছাত্রদের, বিশেষ করে বাজাঁর কাজ নিয়ে আগ্রহী সকলের ব্যাপক আগ্রহ এবং কৌতুহল রয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যায়তনিক দিক থেকে এই অনুবাদটিকে গ্র্যা-র অনুবাদের চেয়ে সমৃদ্ধতর বলে মনে করছেন অনেকে। বাজাঁর বেশ কিছু লেখার মূল পাঠের পাশাপাশি রচনাসংগ্রহটি প্রকাশের সময় বাজাঁ যেসব পরিবর্তন করেছিলেন তার ফলে আরেকটি পাঠ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বার্নার্ড এসব পাঠের পার্থক্য বিষয়ে বিস্তারিত টীকা-ভাষ্য যুক্ত করেছেন। অন্তত পাঁচটি লেখার ক্ষেত্রে তিনি মূল পাঠটিকেই অনুবাদ করেছেন; বাজাঁর নিজেরই করা পরিবর্তিত পাঠটি গ্রহণ করেন নি। আগ্রহোদ্দীপক যে, গ্র্যা-র অনুবাদ-সংগ্রহে এই পাঁচটি লেখাই আছে পরিবর্তিত শেষ পাঠ অনুযায়ী।

আর যে কথাটি উঠেছে, টিমোথি বার্নার্ড-এর অনুবাদ-সংগ্রহটি আসার আগে থেকেই, সেটা হিউ গ্র্যা-র অনুবাদের বিশ্বস্ততা প্রসঙ্গে! গ্র্যা প্রচুর স্বাধীনতা নিয়েছেন—এটি একটি সাধারণ অভিযোগ, কখনো উদ্বেগ। পরে বার্নার্ড-এর অনুবাদটি আসার পর, কেউ কেউ একে ফরাসি মূল কাজের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বলে সনদ দিয়েছেন। এসব কিছুর পরও আমি হিউ গ্র্যা-র কাজটিকেই অনুবাদের সূত্র হিসেবে বেছে নিয়েছি। এর কারণগুলি বোধহয় এরকম। এক. এই কাজটির ভেতর দিয়েই প্রায় পঁচিশ বছর আগে বাজাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। ইউসিস লাইব্রেরি থেকে এই বইটি একজন শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় বেশ কিছুদিন নিজের কাছে রাখার সুযোগ পাই এবং এটি পড়ে শেষ করি। পরে ২০০৭ সালে ২০০৪-এর সংস্করণের একটি ফোটোকপির মালিকানা অর্জন করি! সে সময় থেকে এটি অনুবাদের কথা বারবার ভেবেছি এবং

বইটি বারবার পড়েছি; নানা টীকা, মন্তব্য ইত্যাদি লিখে রেখেছি; কিছু সম্পর্কিত পড়াশোনা করেছি। এভাবে এই সংগ্রহটিকে ঘিরে অনুবাদের বিক্ষিপ্ত প্রস্তুতি নিয়েছি। এই প্রস্তুতি থেকে সরে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হয় নি। দুই. দু বছর আগে অনুবাদের কাজটি শুরু করার আগেই বার্নার্ড-এর কাজটির কথা জানতে পারি। অনলাইনে তার লেখার যেসব উৎকলিত অংশ পাওয়া যায়, সেগুলি পড়ে দেখেছি। গ্র্যা-র অনুবাদের সাথে এবং অন্তত দুটি ক্ষেত্রে মূল ফরাসি লেখার সাথে মিলিয়ে পড়ার কাজটি করেছি। ফরাসি যতটুকু জানি তাতে এ কাজটি কষ্টসাধ্য ছিল এবং এর ভিত্তিতে আমি যে খুব জোর দিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারব তা নয়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, হিউ গ্র্যা-র অনুবাদে বাজাঁর বক্তব্য এবং ভাষার চলনের কোনো প্রধান ক্ষতি ঘটে নি। অনুবাদেও, একজন লেখকের (অনুবাদকের) নিজস্ব ভাষার যে শৈলীর ছাপ থেকেই যায়, সেটাই গ্র্যা এবং বার্নার্ডকে আলাদা করেছে। এটা হতেই পারে যে, বার্নার্ড কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজাঁর মূল গদ্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে পৌঁছেছেন, কিন্তু সেটা সম্ভবত গ্র্যা-র অনুবাদকে এমন প্রশ্নের মুখোমুখি করে না যাতে করে তাকে বাতিল করা যেতে পারে। পুরনো পরিচিত এই পাঠ-কে আমিও বাতিল করতে চাই নি। এখানে বলে রাখা ভালো, অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে গ্র্যা-র অনুবাদের সাথে মূল ফরাসি লেখাকে মিলিয়ে পড়ে গ্র্যা-র অনুবাদ থেকে সরে এসে আমার অনুবাদ দাঁড় করিয়েছি! তিন. আমাদের দেশে যারা ইংরেজি অনুবাদে *What is Cinema?* পড়েছেন তারা নিশ্চিতভাবে গ্র্যা-র অনুবাদটিই পড়েছেন। বার্নার্ড-এর অনুবাদটি ক্রমশ আরো সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত সামনের দিনগুলিতেও গ্র্যা-র অনুবাদটিকেই অনুসরণ করবেন বেশিরভাগ ইংরেজি পাঠক। এই বিবেচনাটিও কাজ করেছে। চার. ডাডলি অ্যান্ড্রিউ [Dudley Andrew]-এর মতো বিদ্বজ্জন এবং বাজাঁ-বিশেষজ্ঞ গ্র্যা-র ২০০৪-এর সংস্করণের দুটি খণ্ডেরই অসাধারণ দুটি ভূমিকা রচনা করেছেন। অ্যান্ড্রিউ ইংরেজিতে আন্দ্রে বাজাঁর জীবনীর রচয়িতা। পূর্বে ইংরেজিতে অনূদিত হয় নি বাজাঁর এমন সাতান্নটি লেখা নিয়ে তিনি সম্পাদনা করেছেন *Bazin on New Media* নামের গ্রন্থটি। *What Cinema Is!: Bazin's Quest and its Charge* নামের মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। এ ছাড়া ডাডলি অ্যান্ড্রিউ আর্ভ জুবে-লরাসাঁ [Herve Joubert-Laurencin]-র সাথে মিলে বাজাঁর সকল লেখার একটি ডাটাবেজ তৈরি করেছেন। এর তালিকটি http://bazin.commons.yale.edu/index.php এই লিংকে পাওয়া যায়। এহেন পণ্ডিতজন হিউড গ্র্যা-র অনুবাদের যে ভূমিকা লিখেছেন সেটি পাঠ

করে এই অনুবাদটিকে তিনি নিরুপায় গলাধঃকরণ করেছেন বলে মনে হয় নি। এই ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "...একজন সঠিক অনুবাদক হয়তো বাজাঁর ফরাসির বুননকে এত ভালোভাবে ভাষান্তর করতে পারতেন না।" ভূমিকাটিকে পাঠক এই অনুবাদেই পাচ্ছেন নিজে পরখ করে দেখার জন্যে! ডাডলি অ্যান্ড্রিউ-র ভূমিকা আমাকে এই অনুবাদে বিশ্বাস রাখতে বাড়তি সাহস জুগিয়েছে।

এই গ্রন্থে হিউ গ্র্যা-র ইংরেজি অনুবাদের সাথে যুক্ত তিনটি ভূমিকা বা সূচনা বক্তব্য রয়েছে। প্রথমটি চলচ্চিত্রকার জ্যাঁ রেনোয়া [Jean Renoir]-র লেখা; ইংরেজি অনুবাদের প্রথম খণ্ডের জন্যে। এরপর আছে ডাডলি অ্যান্ড্রিউ-এর ভূমিকাটি, যেটি ২০০৪-এর সংস্করণের জন্যে রচিত। সব শেষে আছে হিউ গ্র্যা-র নিজের লেখা সূচনা বক্তব্যটি। এই তিনটি লেখার পর আমার আন্দ্রে বাজাঁ এবং তার কাজ, বিশেষ করে, *কাকে বলে সিনেমা?* বিষয়ে আর নতুন কিছু যোগ করার থাকে না। সে কাজে বিরত রইলাম। কিন্তু যা না বললেই না, তা হলো ইংরেজিতে *What is Cinema?* শিরোনামে এখন পর্যন্ত যা অনূদিত হয়েছে তার বাইরে বাজাঁর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা ফরাসি রচনাসংগ্রহ *Qu'est ce que le cinéma?*-তে রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে, ১৯৭৫ সালে চার খণ্ড রচনাসংগ্রহ থেকে বাছাই করে ফরাসি ভাষাতেই *Qu'est ce que le cinéma?*-র একটি এক খণ্ডের সংকলন করা হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত সকল লেখাও কিন্তু *What is Cinema?* নামে ইংরেজিতে প্রাপ্ত তিনটি গ্রন্থ (গ্র্যা-র দুই খণ্ড এবং বার্নার্ড-এর এক খণ্ড) মিলে পাওয়া যায় না। ১৯৯৭-তে বার্ট কারডুলো [Bert Cardullo]-র সম্পাদনায় *Bazin at Work* নামের সংকলনগ্রন্থটিতে এরকম আরো কিছু লেখা অনূদিত হয়েছে। বাঙালি পাঠকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক হতে পারে এ তথ্যটি যে, বাজাঁ সত্যজিৎ রায়ের ছবি অপরাজিত নিয়ে একটি লেখা লিখেছিলেন। সে লেখা ইংরেজিতে অনূদিত হয় নি।

চেষ্টা করেছি সকল বিদেশি ভাষার নাম মূল ভাষায় উচ্চারণের কাছাকাছি বাংলা বানানে লিখতে। এতে করে কিছু বহুল প্রচলিত নামের বানানে ভিন্নতা এসেছে। সেটা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে, কিন্তু একটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করার চেষ্টার কারণে সেটি মেনে নিয়েছি। প্রথম বন্ধনী ()-র ভেতর যে লেখা রয়েছে সেগুলি মূল রচনাতেও সেভাবে আছে। তৃতীয় বন্ধনী []-র ভেতরে রয়েছে আমার নিজের যোগ করা অতি সংক্ষিপ্ত টীকা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোনো নামের ইংরেজি বা মূল ফরাসি বানান। এই বানানটি দেওয়া হয়েছে গ্রন্থে এই

নামটি যখন প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয়েছে তখন। দ্বিতীয় বন্ধনী { }-র মধ্যে রয়েছে ইংরেজি অনুবাদকের যোগ করা টীকা। এর সংখ্যা খুবই কম। ইংরেজি অনুবাদে এগুলি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু আমার নিজের যোগ করা নামের বানানের সংখ্যা যেহেতু অনেক, সে কারণেই তৃতীয় বন্ধনীটা এ কাজে ব্যবহার করেছি। টানা গদ্যের মধ্যে দ্বিতীয় বন্ধনীর বহুল ব্যবহার দেখার জন্যে বা মনোযোগের জন্যে ভালো হবে না, এমন মনে হয়েছে। চলচ্চিত্র, বই, নাটক, অপেরা, ভাস্কর্য, তৈলচিত্র, স্থাপত্যকর্ম—এরকম শিল্পসামগ্রীর নাম মূল ফরাসি গ্রন্থে এবং ইংরেজি অনুবাদে রোমান অক্ষরে ইটালিকে লেখা হয়েছে। আমি এই নিয়ম মেনে চলেছি। এটা এবং তৃতীয় বন্ধনীর ভেতর রোমান অক্ষরে নামের বানান মিলে বাংলা গদ্যের মধ্যে রোমান অক্ষরের আধিক্য হয়েছে—এমন মনে হতে পারে। কিন্তু সকল বিবেচনা শেষে এতেই স্থির থাকা গেল।

আমার যোগ করা টীকার সংখ্যা কম। আগে করা অনুবাদের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, এই টীকা খুব কাজে আসে না। তার চেয়ে, রোমান বানানটি দিয়ে দিলে পাঠক তার নিজের মতো করে এর উৎস সন্ধান করে নিতে বেশি পছন্দ করবেন। এখনকার সহজলভ্য ইন্টারনেটের সুযোগে সেটি একটি সম্ভাবনা বটে! এটি কি আমি অপেক্ষাকৃত কম বয়সী পাঠকের মতামতের ভিত্তিতে বলছি? সেটা হতে পারে কিন্তু! আমার আগের অনুবাদ-কর্মের সামান্য কিছু মূল্যায়ন তরুণদের কাছেই পাওয়া গিয়েছিল।

মনে পড়ছে প্রয়াত চলচ্চিত্রকার, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের কর্মী তারেক শাহরিয়ার আমাকে কয়েকবার এই অনুবাদটির কাজে হাত দিতে বলেছিলেন। অবাক হয়েছিলাম। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম না, আর তারেক যখন এ বিষয়ে আমাকে বলেন তখন আমার কোনো অনুবাদ-কর্ম প্রকাশিত হয় নি। *What is Cinema?*-র অনুবাদ বাংলায় পড়তে চান এবং কাজটি আমার করে ফেলা উচিত—এমন কথা বলেছেন চলচ্চিত্রকার, চলচ্চিত্রসংসদ আর বিকল্প চলচ্চিত্র আন্দোলনের কর্মী নুরুল রাশেদ চৌধুরী। রাশেদের সাথেও খুব ঘনিষ্টতা আছে তা বলা যাবে না। কিন্তু তিনিও আস্থা রেখেছেন। কাজটিতে হাত দিয়েছি জেনে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং কাজ কেমন অগ্রসর হচ্ছে সে খোঁজ খবর রেখেছেন চলচ্চিত্রকার এবং চলচ্চিত্র-শিক্ষকদ্বয় মানজারেহাসীন মুরাদ (মুরাদ ভাই) এবং জাহিদুর রহিম অঞ্জন। দুবছর আগে সুনির্দিষ্টভাবে কাজটি শুরু করার মূল তাগিদটি এসেছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নোকতার স্বত্বাধিকারী আরিফুর রহমান মুনিরের নিকট থেকে। এঁদের সকলের

প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশনায় নোকতা বরাবরের মতো ভালো কাজ করবে সে আস্থা রাখছি।

এই গ্রন্থের কপি সম্পাদনার কাজটি করেছেন সৈয়দা রিজওয়ানা ত্বিষা। তার মনোযোগ এবং মেধাবী পরিশ্রমের ফলে গ্রন্থটির অনেক ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে এবং এর সামগ্রিক উৎকর্ষ বেড়েছে। রিজওয়ানা ত্বিষা'র প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের সকল প্রচেষ্টার পরও এই অনুবাদ-কর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পাঠকেরা ধরিয়ে দিলে সেসব পরের মুদ্রণে শুধরে নেওয়া যাবে। যেসব সীমাবদ্ধতার ভেতর এরকম কাজ হয়ে থাকে তাতে এর বিকল্প আপাতত দেখতে পাই না। আর পাঠকের আস্থা টের পেলে, দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ নিয়ে ভাবা যাবে নিশ্চয়ই!

মাহমুদুল হোসেন
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২০

boobook

পরস্পর রেনোয়া-বাজাঁ

জ্যাঁ রেনোয়া (জন্ম: ১৫.৯.১৮৯৪, প্যারি, ফ্রান্স। মৃত্যু: ১২.২.১৯৭৯, লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র)। ফরাসি চলচ্চিত্রনির্মাতা। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পী পিয়েরে-অগাস্ত রেনোয়ার পুত্র। বিংশ শতাব্দীর চলচ্চিত্রের ভাষা নির্মাণে যে কজন শিল্পী অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন রেনোয়া তাঁদের একজন।

জ্যাঁ রেনোয়া গত শতকের বিশের দশকে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। তিরিশের দশকে চলচ্চিত্রে শব্দের আবির্ভাবের পর জ্যাঁ রেনোয়ার নির্মাণশৈলী পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। ১৯৩৭ সালে নির্মিত *La Grande Illusion* (*The Grand Illusion*) এবং ১৯৩৯ সালে নির্মিত *La Règale du Jeu* (*The Rules of the Game*) তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ।

আন্দ্রে বাজাঁ যেসব চলচ্চিত্রনির্মাতাদের কাজের ওপর ভিত্তি করে তার চলচ্চিত্র-দর্শনকে গড়ে তুলেছিলেন জ্যাঁ রেনোয়া তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখায় রেনোয়ার কাজের উল্লেখ এবং বিশ্লেষণ একটি নিয়মিত ব্যাপার। জীবনের শেষ বছরগুলোতে বাজাঁ রেনোয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করছিলেন। এটি শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। পরে বাজাঁর স্ত্রী জানিন বাজাঁর সহায়তায় তাঁর বন্ধুরা গ্রন্থটি শেষ করেন এবং এটি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। চলচ্চিত্রকার এবং আন্দ্রে বাজাঁর শিষ্য ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো এই গ্রন্থের একটি চমৎকার ভূমিকা লেখেন।

জ্যাঁ রেনোয়া এবং আন্দ্রে বাজাঁর পরস্পরের কাজ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তারা একে অপরের গুণগ্রাহী ছিলেন। *Qu'est-ce que le cinéma?* ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশ করার সময় জ্যাঁ রেনোয়াকে এর একটি ভূমিকা রচনা করতে অনুরোধ করা হলে তিনি এতে সানন্দে সম্মতি প্রদান করেন।

boobook